পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ বিরোধীশূন্য, তৃণমূল নেতাদের দাবি, অপপ্রচারের জবাব দিয়েছে ভোটররা

শ্যামল রায়, বর্ধমান ঃ বিরোধীশূন্য পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদ। ৫৮টি আসনের মধ্যে সবকটি দখল করে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও জানা গিয়েছে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদে ৯টি আসন ছিল সিপিআইএমের দখলে। এবারের নির্বাচনে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল বিরোধীরা। জানা গিয়েছে, জেলা পরিষদের ৫৮টি আসনের মধ্যে ১৭টি আসনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। নির্বাচন হয়েছিল ৪১টি আসনে। বৃহস্পতিবার ফলাফল বের হবার সাথে সাথে দেখা যায়, ৫৮টি আসনেই বিরোধীরা শূন্য। অন্যদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা ৩২৩৪টি।এরমধ্যে নির্বাচন হয়েছে ১১৩৮টি আসনে। বিজেপি পেয়েছে ২৬টি, সিপিআইএম পেয়েছে ১৫টি, কংগ্রেস পেয়েছে ৩টি ও নির্দল প্রার্থী পেয়েছে ৪০টি এবং জেলায় ২১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। জেলায় পঞ্চায়েত সমিতির আসন সংখ্যা ২২২টি।এরমধ্যে নির্বাচন হয়েছে

২১০টিতে। ২১৩টি পঞ্চায়েত সমিতি দখল করে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি ১টি, নির্দল প্রার্থীরা ১টি দখল করেছে। জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাপতি দেবু টুডু ফের নির্বাচিত হয়েছে। পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন বাগবুল ইসলাম। আউসগ্রামের রামকৃষ্ণ ঘোষ জয়ী হয়েছেন। পূর্বস্থলী-১ নং ব্লকের বিদায়ী সভাপতি দিলীপ মল্লিক পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান আজিজুন্নেশা খাতুন ও জাহান নগরের বিদায়ী প্রধান শুক্লা রাহা পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। এখানে জেলা পরিষদের আসনে জয়ী হয়েছেন অশোক বিশ্বাস, দেবাশীষ নাগ, বিপুল দাস প্রমুখ। নির্বাচনে বিরোধীশূন্য জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই জয় উন্নয়নের জয়, এই জয় মা-মাটি-মানুষের জয়। রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথ এই জয়ের সাফল্য সম্পর্কে জানিয়েছেন, গ্রামবাংলা আজ মমতার দখলেই রইল। ভারতীয় জনতা পার্টি, সিপিএম, কংগ্রেস সকলেই ধরাশায়ী। কালনা-২ নং ব্লকের সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ আসনে জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রণব রায় জানিয়েছেন, এই জয় উন্নয়নের জয়। পিনডারা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান নীলিমা আকুতি জানিয়েছেন, আমরা যে উন্নয়ন করেছি তার গতি বজায় রাখার জন্যই ভোট দিয়েছেন ভোটাররা। এই জয় মা-মাটি-মানুষের, উন্নয়নের জয়। আউসগ্রাম-২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৈয়দ হায়দার আলি জানিয়েছেন, বিগত দিনে এলাকায় কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এলাকায় রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে। তাই মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছেন। প্রোসিভ ক্রলাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের জয়লাভ করার জন্য আমরা গ্রামীণ চিকিৎসকরা প্রচার অভিযানে সামিল হয়েছিলাম এবং বিরোধীদের কুৎসা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ভোট প্রচারে সামিল হয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছি। আগামী দিনে গ্রামীণ চিকিৎসকরা রাজ্য সরকারের পাশে থেকে সমস্ত রকম সহযোগিতা করবেন, সেই সাথে চিকিৎসকদের সমস্ত রকম প্রশিক্ষণসহ গ্রামীণ চিকিৎসক হিসাবে অনুমোদন দেওয়ার দাবি আমরা জানাবো।

কান্দি মহকুমার ভোটের ফলাফল

তৃণমূলি ঝড়ে ধরাশায়ী বিরোধীরা

জেলা পরিষদ ঃ কান্দি মহকুমার ৫টি ব্লকে মোট আসন ১৩টি

কান্দি ব্লক ঃ	মোট আসন ৩টি	তৃণমূল জয়ী	৩টিতে
খড়গ্রাম ব্লক ঃ	মোট আসন ৩টি	তৃণমূল জয়ী	৩টিতে
বড়ঞা ব্লক ঃ	মোট আসন ৩টি	তৃণমূল জয়ী	৩টিতে
ভরতপুর-১ ব্লক ঃ	মোট আসন ২টি	তৃণমূল জয়ী	২টিতে
ভরতপুর-২ ব্লক ঃ	মোট আসন ২টি	তৃণমূল জয়ী	২টিতে

পঞ্চায়েত সমিতি

কান্দি পঞ্চায়েত সমিতি ঃ	মোট আসন ৩০টি	তৃণমূল জয়ী	৩০টিতে
খড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি ঃ	মোট আসন ৩৬টি	তৃণমূল জয়ী	৩৫টিতে বিজেপি ১টিতে জয়ী
বড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি ঃ	মোট আসন ৩৭টি	তৃণমূল জয়ী	৩৭টিতে
ভরতপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি ঃ	মোট আসন ২৩টি	তৃণমূল জয়ী	২৩টিতে
ভরতপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি ঃ	মোট আসন ২১টি	তৃণমূল জয়ী	২১টিতে

মাটির তলা থেকে পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ বেরোনোয় চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ জয়পুরের গোকুলনগরে মাটির নীচ থেকে পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ বেরোনোয় এলকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর চাউর হতেই আশেপাশের গ্রাম থেকে তা দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ১০০ দিনের প্রকল্পে পুকুর সংস্কারের কাজ করার সময় মাটি কাটতে গিয়ে শ্রমিকরা কাঁথালো গন্ধ টের পান। তারপরই সংশ্লিষ্ট সুপার ভাইজার বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদেরকে জানান। পরে আধিকারিকদের নির্দেশে সেখানে মাটি কাটা বন্ধ রাখা হয় এবং জায়গাটি ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কদিন আগে তেল বেরোনোর বিষয়টি টের পাওয়া গেলেও সেই খবর চাউর হতেই রোজ সেখানে উৎসুক মানুষের ভিড় জমছে। ইতিমধ্যে প্রসাসনের পক্ষ থেকে জায়গাটি সংরক্ষিত করা হয়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সেখানে মাটি কাটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বোর্ড বসানো হয়েছে। জয়পুরের বিডিও ধ্রুবপদ সাণ্ডিল্য বলেন, গোকুলনগরে পুকুরে মাটির তলা থেকে বেরোনো তেল পেট্রোলিয়াম জাতীয় বলে মনে হচ্ছে। তা পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞদের যোগাযোগ করা হচ্ছে। আপাতত সেখানে মাটি কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং সেখানে পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সলদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোকুলনগরে রক্ষাকালী বাউড়িপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে অবস্থিত একটি পুকুরে কয়েকদিন আগে ১০০ দিনের প্রকল্পে মাটি কাটার কাজ শুরু হয়। প্রথমে পুকুরের উপরের স্তর কাটা হয়। পরে কিছুটা গভীরে কাটতেই মাটির নীচ থেকে চুঁইয়ে আসা জলের সঙ্গে কালোর রঙের তৈলাক্ত জিনিস বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে পুকুরের জমা জলের উপর তেলের আস্তরণ পড়ে যায়। গ্রামবাসীরা প্রথমে ভেবেছিলেন কেউ হয়তো পুড়ে যাওয়া মোবিল বোতলে করে পুকুরে ফেলেছিলেন। কোদালের কোপে বোতল ফেটে তা বাইরে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু কিছুটা খোঁড়া হলেও বোতলের সন্ধান মেলেনি এবং মাটির নীচ থেকে চুঁইয়ে আসা জলের সঙ্গে অনবরত কালো রঙের তৈলাক্ত পদার্থ বেরিয়ে আসায় সন্দেহ হয়। তারপরই মাটি কাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে প্রশাসনের লোকজন আসেন। দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। পরে প্রাথমিক পরীক্ষার পর ওই তৈলাক্ত পদার্থের উৎস সম্পর্কে সংশয় তৈরি হওয়ায় জায়গাটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয়রা অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষার পর সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি প্রয়োজন বলে মনের করছেন।

কান্দির সালারে পথ দুর্ঘটনায় জখম ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ রাস্তার বাঁকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি টাটা সুমো গাড়ি ও একটি তিন চাকার লছিমন গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন দুই গাড়ির মোট পাঁচজন যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে কান্দি-সালার রাজ্য সড়কের উপর সালার থানার সালার পেট্রোল পাম্পের কাছে। ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দারা দুটি গাড়ি থেকে আহতদের উদ্ধার করে সালার ব্লক হাসপাতালে ও কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। তারপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

খবর পাবার পর পুলিশ এসে গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে সালার ঢোকার আগে কান্দি-সালার রাজ্য সড়কের উপর সালার পাম্পের কাছে রাস্তার বাঁকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি টাটা সুমো গাড়ি ও একটা তিন চাকার লছিমন গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহত হন দুই গাড়ির মোট পাঁচজন যাত্রী। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

তৃণমূলের হামলায় আহত বিরোধীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ভোট গণনা চলাকালীন তৃণমূল কর্মীদের মারে গুরুতর জখম হলেন কয়েকজন কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএম কর্মী। তাঁদের পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার কাশীপুরের ভোট গণনা কেন্দ্রে ফলাফল শোনার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা গণনা কেন্দ্রের সামনে বসে অপেক্ষা করছিলেন। ওই সময় হঠাৎ করে তৃণমূলের কিছু লোকজন তাঁদের উপর চড়াও হয়ে লাঠি দিয়ে বেদম মারধর করে বলে অভিযোগ। মারের চোটে কাশীপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি কার্ত্তিক মালাকারের মাথা ফেটে যায় ও বল্লম দিয়েও আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ করেন কার্ত্তিকবাবু। আহত হন বিজেপির বসন্ত পটুনায়েক এবং সিপিএমের দেয়ান মাঝি। তাঁদের পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিজেপির জেলা সভাপতি বিদ্যাসাগর চক্রবর্তীর অভিযোগ, শুধু কাশিপুরেই নয়, নিতুড়ি য়াতেও গণনার সময় বিজেপি দলের কর্মীদের মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছে শাসকদলের লোকজন। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজনেরা।

বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে শক্তিবৃদ্ধি পেয়েছে বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে শাসকদলের জয়জয়কার হলেও বিজেপি বেশ কিছুটা শক্তিবৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে সিপিএমের রক্ষক্ষরণ হতে হতে এবারের ভোটে শিরা ও উপশিরা শুকোতে বসেছে। এদিকে জঙ্গলমহলের রাইপুর, সারেঙ্গা, খাতড়া, তালডাংরা, সিমলাপাল ও রানীবাঁধে শাসকদলের জয়জয়কার হলেও বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি তাঁদেরকে বেশ চিন্তায় ফেলেছে। তার কারণ জঙ্গলমহলে সিপিএমের অবস্থা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। গোটা জঙ্গলমহলে সিপিএমের হাতে যে কটি পঞ্চায়েত ছিল তার সবকটি তৃণমূল কংগ্রেস দখল করেছে। আর সিপিএমের এই দুর্দশার ফলে জঙ্গলমহলে বিজেপি ক্ষমতা কিছুটা বাড়িয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, সিমলাপাল, রাইপুর ও সারেঙ্গায় মোট ৪টি পঞ্চায়েত বিজেপি দখল করেছে। তবে জঙ্গলমহলের বেশিরভাগ আসনেই শাসকদলের জয়জয়কার অব্যাহত। রাইপুর, সারেঙ্গা থেকে শুরু করে খাতড়া, রানীবাঁধ, সিমলাপাল সর্বত্রই পঞ্চায়েতের তিন স্তরেই সিংহভাগ আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। সিপিএমের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক অজিত পতি বলেন, ভোটের দিন শাসকদল অধিকাংশ বুথে ছাপ্পা দিয়েছে। ভোটের আগে থেকে সাধারণ মানুষকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় ও হুমকি দেখানো হয়েছে। তাই সার্বিকভাবে আমাদের ফল খারাপ হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি অরূপ খাঁ বলেন, শুধু জঙ্গলমহলই নয়, গোটা রাজ্যে সিপিএম অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। ৩৪ বছর ধরে ওই দলটার কীর্তিকলাপ দেখে মানুষ বিরক্ত হয়ে গিয়েছে। আর বিজেপি জঙ্গলমহলে টাকা ছড়িয়ে কিছু ভোট কিনেছে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের উপর মানুষের যে আস্থা রয়েছে তা আবারও প্রমাণ হয়েছে। এবারে শেষ পাওয়া ফলাফল

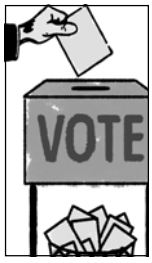

অনুযায়ী সিমলাপালে ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বিজেপি ১টি, তৃণমূল কংগ্রেস ৪টি, ত্রিশঙ্কু ২টি। রাইপুরে ১০টির মধ্যে বিজেপি ২টি, তৃণমূল কংগ্রেস ৭টি, নির্দল ১টি। সারেঙ্গায় ৬টির মধ্যে বিজেপি ১টি, তৃণমূল ৫টি। রানীবাঁধে ৮টির মধ্যে ৭টি তৃণমূল কংগ্রেস ও ১টি ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে। উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে সিমলাপালের পার্শ্বলা, মঞ্চলগ্রাম ও লক্ষ্মীসাগর, রাইপুরের মটগোদা ও সারেঙ্গার গোয়ালবাড়িগ্রাম পঞ্চায়েত সিপিএমের দখলে ছিল। এবারে তার সবকটি হারাতে হয়েছে। তাই সিপিএমের ভোটের একটা বড় অংশ বিজেপির বাক্সে পড়েছে বলে রাজনৈতিকমহল মনে করছেন।

INFERTILITY CARE UNIT
BHARAT SEVASHRAM SANGHA
KHATRA, BANKURA.
Govt. Regd.
বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র
ভারত সেবাশ্রম সংঘ, খাতড়া, বাঁকুড়া
Director - Dr. Biswajit Ghosh.
Advanced ART Course for Embryologist.
FACILITY :
1. Sperm bank
2. IUI/IVF/ICSI Consultant.
3. Embrio transfer.
4. TVS done.
5. Low Amount.
Mob.- 9733391390
Email-biswajitghoshbiswajit1980@gmail.com
Center-incharge : Rajib Bhattacharya.
9732698801

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর কালিপুর থেকে দামোদরপুর পর্যন্ত রাস্তার আমূল সংস্কারের কাজ শুরু, খুশি বাসিন্দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর অবশেষে আরামবাগের কালিপুর থেকে গোঘাটের দামোদরপুর যাওয়ার রাস্তাটির আমূল সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে রাস্তাটির সংস্কারের জন্য জেসিবি মেশিনের সাহায্যে খোঁড়াখুঁড়ি করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। রাস্তার গর্ত গুলি বোঝানোর কাজ শুরু হয়েছে। আর আই ডি এফ এর প্রায় ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তাটির নতুন ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বর্তমানে এই রাস্তাটির কাজ শুরু হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা খুব খুশি। তাঁরা বলেন, বহু বছর ধরে এই রাস্তাটি যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পরেছিল। রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলে বহুবার বাস ধর্মঘটও হয়েছিল। প্রতিবারই তাপ্পি মেরে দায় সারা গোছের কাজ করা হয়েছিল। রাস্তাটি সংস্কার করার কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। এই রাস্তাটি আমাদের যাতায়াতের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে রাস্তাটির সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় আমরা খুব খুশি হয়েছি। এই প্রসঙ্গে গোঘাটের তৃণমূল বিধায়ক মানস মজুমদার বলেন, বাম আমলে গোঘাটের কিছুই উন্নয়ন হয়নি। তৎকালীন সময়ে গ্রামের মানুষেরা বার বার শাসকদলের কাছে রাস্তাটির সংস্কার নিয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এলাকার অধিবাসীদের আবেদনে গুরুত্বই দেয়নি। আমরা ক্ষমতায় এসে এলাকার অনেক উন্নয়ন করেছি। আমরা এলাকার মানুষের আবেদনে সাড়া দিয়ে রাস্তাটির সংস্কারের কাজ শুরু করেছি। এই রাস্তাটির কাজ সম্পন্ন হলে এলাকার মানুষ যাতায়াতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আরামবাগের কালিপুর থেকে দামোদরপুর পর্যন্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ কিমি। এই রাস্তার দুপাশে অবস্থিত মথুরা, ধুলেপুর, অমরপুর, বালি, দামোদরপুর সহ একাধিক গ্রাম রয়েছে। প্রায় ২৫ বছর আগে এই রাস্তাটি মাটির থেকে পিচের রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর ভালোভাবে মেরামত করা হয়নি। মাঝে মাঝে তালি-তাপ্পি দেওয়ার কাজ হয়েছিল। কিন্তু এলাকাটি বন্যাপ্রবণ হওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যার ফলে রাস্তাটি খারাপ হয়ে যায়। এরফলে রাস্তাটির উপরের পিচ উঠে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়। সময় মতো সংস্কারের অভাবে রাস্তাটি একেবারেই যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। রাস্তাটি খারাপ হওয়ার দরুণ এলাকাবাসীদের নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল। এই রাস্তাটি দিয়ে কম সময়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া যায়। বহু লোকজন তাঁদের কাজের তাগিদে এই রাস্তার উপর দিয়ে ঘাটাল, চন্দ্রকোণা যাতায়াত করেন। ওখানকার লোকজনও কম সময়ে আরামবাগে বিভিন্ন কাজে যাতায়াত করেন। তাই দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এই রাস্তাটির কাজ আরম্ভ হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা বেজায় খুশি। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, বর্তমানে রাস্তাটির উপরের পিচ ও পাথর উঠে যাওয়ায় ছোটো-বড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। গতবছরের বন্যায় রাস্তাটির একটি অংশ একেবারে ভেঙে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওই রাস্তাটি দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কয়েকটি দুর্ঘটনাও ঘটেছিল। রাস্তার উপরে গর্তের মধ্যে বৃষ্টির জল জমে থাকার কারণে বিশেষ করে ছোটো গাড়ির চালকেরা ভীষণ সমস্যায় পড়ছিলেন।

তাঁরা বলেন, ভাঙাচোরা রাস্তাটির উপর দিয়ে অনেক ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছিল। যার ফলে বড়ো ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাস্তাটির সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় অনেক খোলা মনে যাতায়াত করা যাবে। রাস্তার কাজ আরম্ভ হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা খুব খুশি হয়েছেন।

সুচিকিৎসাই আসলকথা...
OUR SPECIALITY
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ